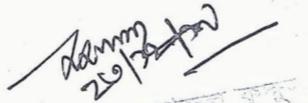


সম্পর্কিত ছিল তাদের প্রদর্শনী করার তৃতীয় অগ্রাধিকার থাকবে।

৫. বিশ্বসভ্যতা প্রদর্শনী গ্যালারিতে ভবিষ্যতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিশ্বসভ্যতার পুরাকীর্তি ও শিল্পকলার নিদর্শন উপস্থাপিত হবে। এ প্রদর্শনী এক থেকে ছয়মাসব্যাপি হতে পারে। প্রদর্শনী শেষে প্রদর্শিত সকল নিদর্শন ঐ রাষ্ট্রকে ফেরৎ নিতে হবে।
৬. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং বিদেশি রাষ্ট্রের দূতাবাসের মধ্যে পারস্পারিক সমঝোতার ভিত্তিতে (MOU) তথা লিখিত Agreement-এর পর এ প্রদর্শনী আয়োজন করা হবে।
৭. প্রদর্শনী করার জন্য এতদবিষয়ে যথাযথ গবেষণা, পর্যালোচনা ও তথ্যানুসন্ধান এবং সে ভিত্তিতে প্রদর্শনীর পরিকল্পনা গ্রহণ করে প্রদর্শনী করতে হবে।
৮. বিশ্বসভ্যতার প্রতিটি প্রদর্শনীতে প্রতিফলিত হবে বিশ্বসভ্যতায় কোন একটি দেশের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।
৯. প্রতিটি প্রদর্শনীর জন্য বস্তুনিদর্শনের সংখ্যা ৫০ থেকে ১০০ টির মধ্যে সীমিত থাকবে।
১০. প্রদর্শনীকে তথ্যপূর্ণ ও আকর্ষণীয় করার জন্য ভিডিওচিত্র ব্যবহার করা যাবে।
১১. কোন রেল্লিকা প্রদর্শনীর জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না।
১২. বাংলাদেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক আছে এমন যে কোন দেশ প্রদর্শনীর জন্য বিবেচিত হবে। প্রদর্শনীর প্রস্তাব বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আসতে হবে।
১৩. প্রদর্শনী আয়োজন করার সকল ব্যয় সংশ্লিষ্ট দেশকে বহন করতে হবে।
১৪. প্রদর্শনীর একটি ক্যাটালগ বাংলা ও ইংরেজিতে প্রকাশ করতে হবে।
১৫. নীতিমালায় উল্লিখিত অনুচ্ছেদে বর্ণিত কোন বিষয় বাস্তবায়নে কোন অসুবিধা দেখা দিলে তা নিরসনকল্পে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
১৬. নীতিমালা অনুমোদিত হবার পূর্বে যে সকল দেশের বিদেশি কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে সেগুলো অনুমোদিত বলে গণ্য হবে। নীতিমালার কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটানো যাবে না এবং নীতিমালার কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজন করতে হলে একমাত্র বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভার অনুমোদনক্রমে করা যাবে।

এমতাবস্থায়, বিশ্বসভ্যতা গ্যালারি উপস্থাপনের খসড়া নীতিমালা অনুমোদনের জন্য বোর্ড অব ট্রাস্টিজ সভায় পুনরায় পেশ করা হলো।

সিদ্ধান্ত : বিশ্বসভ্যতা গ্যালারি উপস্থাপনের খসড়া নীতিমালা অনুমোদন করা হলো।


২৩/১০/১৯
মোঃ আমিনুর রহমান
জাতীয় জাদুঘর (ইউনেস্কো)
বোর্ড অব ট্রাস্টিজ সভার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর